amantran
HOUSE OF EXQUISITE CATERING & SERVICING
Exquisite Caterer
P-132, LAKE TOWN, BLOCK-A, KOLKATA-700 089
P-2521 3554/2534 9879/2534 6653
M-98300 49738

সেবক

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের দ্বিমাসিক সাংস্কৃতিক পত্রিকা ৮ পাতা

কলকাতা ২৯ পৌষ ১৪২৩ ● শনিবার ১৪ জানুয়ারি ২০১৭ ● ২ টাকা

ইস্ট কোলকাতা
কালচারাল অর্গানাইজেশন
নাটক দেখুন
নতুন প্রযোজনার কাজ চলছে
আগ্রহী তরুণ-তরুণীরা যোগাযোগ করুন
নাটক করুন
নির্মল শিকদার : ৯৮৩০০৪৯৭৩৮

অঙ্কন: স্বপন দেবনাথ

মহাশ্বেতা: সন্ধ্যার সূর্য

একরাম আলি

মহাশ্বেতা দেবী আর নেই (১৯২৬-২০১৬)। জীবিত মহাশ্বেতার সান্নিধ্য পাওয়ার উপায়ও আর নেই। অবশ্য বেঁচে থাকাতে তাঁর নৈকট্য যে তেমন পেয়েছি, বলা যাবে না। বছর বারো আগে পারিবারিক এক সংকটে ভুগছি (প্রায়ই এমন দুর্ভোগ আমার চলে, লজ্জার কথা যে), এক বন্ধু জানালেন, মহাশ্বেতাদির বাড়ি যেতে হবে। কেন? কোথায় সেটা? তাছাড়া, তিনি তো আমাকে চেনেনও না।

গলফ গ্রিনের ফ্ল্যাটটি বেশ ছোট। বইপত্র আরও সঙ্কুচিত করেছে চারপাশকে। কিন্তু তিনি যখন একান্ত আপনজনের মতো খুঁটিয়ে জানতে চাইলেন আমার বিপদের কথা এবং কী ভাবে এই প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠা যায় তার উপায় খুঁজছিলেন, তখন তাঁর ছোট্ট ফ্ল্যাটটিকে মনে হচ্ছিল-- দূর বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্যন্ত প্রসারিত। তার পর আর একবারই গিয়েছি সেখানে। সে-ও অম্লান দত্তেরই সঙ্গে। আর ফোনে কথা। সে-সব নিতান্ত দরকারের। ছোট-ছোট।

আর ছিল তাঁর লেখা। গল্প, উপন্যাস। যা আজও রয়ে গেছে।

সেই সত্তরের দশকে 'এক্ষণ'-এ তাঁর 'স্তনদায়িনী' ইত্যাদি গল্পগুলি যখন বেরোচ্ছিল, তখন তাঁর মধ্যবয়স। তখন থেকেই বাঙালি পাঠকসমাজে তাঁকে নিয়ে হইচইয়ের শুরু। বলতেই হবে, তার আগের পর্বের লেখাগুলো ছিল কিছুটা উপেক্ষিত যেন-বা। সে-সময় কোনও এক সমাগমে শঙ্খ ঘোষ (তাঁরই মুখে শোনা) সেই সব গল্পপাঠের মুগ্ধতার কথা বলায় মহাশ্বেতা দেবীর সোজাসাপটা উত্তর ছিল -- আমি তো বরাবর এইরকমই লিখি। আপনারাই পড়েননি।

হ্যাঁ। তিনি ছিলেন স্পষ্টবক্তা। বরং ভালো -- ঠোঁটকাটা। তিনি ছিলেন সমাজকর্মী। পুরুলিয়ার অচ্ছুৎ শবরদের মা-বাবা যেমন, তেমনই মা বহু নকশাল কর্মীর। এমনকী কেউ কেউ তাঁকে বলেছেনও — হাজার চুরাশির মা।

মহাশ্বেতা দেবী নানা কারণে বিতর্কিতও। রাজনৈতিক মতপ্রকাশে বারবার শিরোনামে উঠে এসেছেন। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে তাঁর লেখকসত্তার উজ্জ্বল উত্তরীয়টি আমৃত্যু উড্ডীন থেকেছে। তুমুল কলকাতায় বসবাস করেও তিনি চেয়েছিলেন 'অরণ্যের অধিকার'। খ্যাতিও পেয়েছিলেন। ভারতের সেরা সব পুরস্কারে সম্মানিত। পেয়েছেন ম্যাগসাইসাই।

এত খ্যাতি পেয়েছেন, যা সর্বভারতীয়, যে, তাঁর প্রতি ভারতবাসীর দায়িত্ব-কর্তব্য যেন শেষ। পাঠক হিসেবে আমাদের আর কোনও দায় নেই তাঁর লেখা পড়বার। তবু কেন পড়ব?

বাংলার সেরা রূপকথা-গ্রন্থটির একেবারে শেষে এসে শেষতম প্রশ্নটি ছিল, 'কেন রে সাপ খাস' জিজ্ঞাসাচিহ্নহীন প্রশ্নটির উত্তরে, সম্ভবত খেতে খেতেই, সাপ বলেছিল, 'খাবার ধন খা'ব নি? গুড় গুড়ুতে যা'ব নি?'

আজ মৃত্যুর পরে তাঁর গল্পগুলো পড়তে পড়তে আমারও উত্তর তদ্রূপ। অর্থাৎ, খ্যাতির বিভা (যদি থেকে থাকে) কোনও অতিরিক্ত আলো দিতে পারে না, খ্যাতির ক্লেদও (যদি থাকে) কোনও লেখাকে কলঙ্কিত করতে পারে না। লেখা, যা আগে থেকে তৈরি হয়ে আছে, তাঁর নানান গুপ্ত কুলুঙ্গিকে আবিষ্কার করতে পারে শুধু নতুন নতুন পাঠক।

১৯৬২-৬৪ সালে একটা গল্প লিখেছিলেন মহাশ্বেতা। 'দেওয়ানা খইমালা ও ঠাকুরবটের কাহিনী'। আজ থেকে প্রায় অর্ধশতক আগের লেখা গল্পটির পটভূমি অষ্টাদশ শতকের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। ফের পড়তে গিয়ে দেখছি, দ্রুতগতির কাহিনী আখ্যানের প্রতি ভাষার, বিন্যাসে-বিস্ময়কর বিশ্বস্ততায় গল্পটি আবার আছড়ে পড়ল একেবারে আমাদের সামনে। এবং, সময় পেরিয়ে চলে যেতে চাইছে আরও সামনের দিকে, গল্পের দুই চরিত্র গোলক আর খইমালা যেদিকে ভেসে গিয়েছিল।

বর্ণাঢ্য কাহিনী। গতির জন্য বর্ণ আরও বেড়ে যায়। সে-বর্ণ কেমন? তিনি নেই।

এরপর ৫ পাতায়

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের জন্য মুক্ত হস্তে দান করুন

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের ভূমিকা

ক্যানসার এবং প্রতিরোধ আন্দোলনে

ডঃ কল্যাণ দত্ত চৌধুরী

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে, উত্তরাখণ্ড পাহাড়ি এলাকায় অথবা শিলং-চেরাপুঞ্জি, মেঘালয় প্রভৃতি অঞ্চলে যাঁরা মোটর গাড়ির আরোহী ছিলেন, তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন উত্তুঙ্গ সর্পিল পথের ধারে কিছু পরপর পি ডব্লু রোড সেফটি বিভাগের বসানো সাইনবোর্ড। একটি লাল বৃত্তে চারটি A-র একটি বদল করে লিখি AAAC অর্থাৎ Always, Alert, Avert Cancer। একথা বলার উদ্দেশ্য -- যত কঠিন এই ক্যানসার রোগ হোক না কেন একে দমন করা যায়। প্রসঙ্গত প্রবাদ প্রতিম ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, pioneer Anatomist, মহান শিল্পী Leonardo da Vinci- র একটি উক্তি মনে করা যাক -- 'Obstacles cannot crush me, every obstacle yeilds to stern resolve'। সুস্থ এবং স্বাভাবিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য মানুষ নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। বিবিধ এই সংগ্রামগুলির মধ্যে অন্যতম হল প্রাণঘাতি রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। আমরা WHO-এর নেতৃত্বে গুটি বসন্তের (small pox) বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। ধারাবাহিক নিবিড় টিকাকরণের মাধ্যমে small pox virus পৃথিবী নামক গ্রহ থেকে বিতাড়িত। পোলিও ভাইরাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে WHO। এখন আমাদের লড়াই অভিযানের লক্ষ্য হোক ক্যানসার।

এবার বুঝে নেওয়া যাক ক্যানসার কী? আমাদের সমগ্র দেহে 75 trillion কোষ আছে। এই কোষগুলি দলবদ্ধ হয়ে কলা-কোষে বিভেদিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন জৈব রসায়ণিক বিক্রিয়া কাজে লিপ্ত থাকে এবং এই সকল বিক্রিয়া কাজের নিয়ন্ত্রক ভিন্ন ভিন্ন জৈব উৎসেচক যার সংশ্লেষ নিয়ন্ত্রণ করে কোষের ক্রোমোজোম মধ্যস্থ জিন (Gene)। জিন হল জীবের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণকারী একক বিশেষ। HCP (Human Genome Project) অদ্যাবোধ ৩০,০০০ জিন চিহ্নিত করেছে মানুষের ক্ষেত্রে। এই জিনগুলির মধ্যে কতিপয় জিন মানুষের ক্যানসার রোগ সৃষ্টির কারণ। কিন্তু এই জিনগুলি নিষ্ক্রিয় থাকে। এই নিষ্ক্রিয় জিনগুলিকে Proto oncogene বলে। বিশেষ বিশেষ carcinogenic বস্তু অর্থাৎ ক্যানসার উদ্দীপক বস্তু Proto oncogene গুলিকে সক্রিয় oncogene-এ পরিণত করে। Carcinogenic বস্তু সমূহের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। যেমন তামাকু, পরিবেশে বর্তমান কিছু দূষণ বস্তু, কার্বন কণা, সিগারেটের ধোঁয়া, U V Rays, খাদ্যের স্বাদ বাড়ানোর জন্য ajinomoto যা রসায়ণিক ভাবে Monosodium glutamate (MSG) নামে পরিচিত এবং কিছু ভাইরাসও ক্যানসার সৃষ্টি করে। এগুলি ক্রমাগত Proto oncogene গুলিকে উত্তেজিত করতে থাকলে Proto oncogene গুলির পরিব্যক্তি (mutation) ঘটে অর্থাৎ উক্ত জিন সমূহের গাঠনিক পরিবর্তন হয় এর ফলস্বরূপ পরিব্যক্তিপ্রাপ্ত mutated জিনগুলি ভুল সংকেত দান করে এবং তার পরিণামে অনভিপ্রেত প্রোটিন এবং ভ্রান্ত উৎসেচক উৎপন্ন হয়। Oncogene-এর প্রভাবে দেহ মধ্যস্থ কোন স্থানের কলা-কোষ অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বিভাজিত হতে থাকে এবং এগুলির কার্যকলাপে Malignant tumour সৃষ্টি হয়। এই Malignant tumour কোষ পরিযান ক্ষমতা সম্পন্ন অর্থাৎ এরা প্রাথমিক স্থান থেকে দেহের যে কোনো স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এই অবস্থাকে বলে Metastasis। যে স্থানে ক্যানসার কোষ রক্তের দ্বারা পরিবাহিত হয় সেই স্থানের স্বাভাবিক কোষগুলি পরিবাহিত ক্যানসার কোষের উৎপাতে তাদের নিজস্ব স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না। এরই ফলে দেহে নানা উপসর্গ দেখা যায়।

কোন রোগই হঠাৎই আবির্ভূত হয় না; রোগের একটি আভাস থাকে। ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ ক্যানসার রোগের কয়েকটি Danger Signal বা বিপদ সংকেত সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করেছেন। এগুলি হল--

১) ঠোঁট, জিহ্বা বা মেয়েদের স্তনে উৎপন্ন অর্বুদের স্থায়ী অস্তিত্ব

২) এমন ক্ষত যার নিরাময় হয় না

৩) কোন ক্ষতস্থান থেকে সর্বদা রক্তক্ষরণ

৪) দীর্ঘকাল ব্যাপী বদ হজম

৫) দৈনিক মল ত্যাগের সময়ের পরিবর্তন

৬) অস্বাভাবিক ওজন হ্রাস

৭) মেয়েদের অতিরিক্ত ও অনিয়মিত মাসিক ঋতুস্রাব

৮) কোষ্ঠকাঠিন্য বা মলে রক্তের উপস্থিতি

৯) পুরুষদের বিশেষ করে বয়স্কদের মূত্রের পরিমাণ বা প্রবাহ হ্রাস

উপরোক্ত যে কোন উপসর্গের একটিও যদি লক্ষ্য করা যায়, চিকিৎসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন।

ক্যানসার এবং ক্যানসার বিষয়ক নানা জটিলতার কারণে সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞানীরা অন্ততঃ একটি বিষয় সহমত যে মানুষের কারণেই প্রাকৃতিক দূষণ এবং দূষণ বস্তুই ক্যানসারের অন্যতম প্রধান কারণ।

ক্যানসার প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে তা নিরাময় হয়। সুতরাং জনসাধারণের ক্যানসার সম্বন্ধে সচেতনতা জাগ্রত করা আমাদের কর্তব্য। ক্যানসারের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন গড়ে উঠছে এবং এতদ অঞ্চলে এই বিষয়ে গান্ধী সেবা সংঘ একটি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এবং ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডঃ ইন্দুভূষণ চ্যাটার্জীকে গান্ধী সেবা সংঘ একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংবর্ধনা জানায়। উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ডঃ চ্যাটার্জী ক্যানসার বিষয়ে গবেষণার বিভিন্ন অগ্রগতি এবং তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ভাষণে সমবেত শ্রোতাদের অবহিত করেন।

আমরা জানি ক্যানসারে আক্রান্ত মানুষের কি বিষময় পরিণতি হয়। একটি পরিবারের কোন ব্যক্তির ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়া মানে দুঃসহ যন্ত্রণাকে সঙ্গী করে ধণেপ্রাণে মৃত্যুবরণ করা। গান্ধী সেবা সংঘ এই দুঃস্থ মানুষদের কাছে তার সহানুভূতির হাত প্রসারিত করেছে। চিকিৎসার জন্য প্রত্যন্ত স্থান থেকে শহরে আসা ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের জন্য সঙ্ঘ ভবনেই তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছি, এই লড়াই চলতে থাকুক। গান্ধী সেবা সঙ্ঘ নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীনদের জন্য হাসপাতাল নির্মাণ করছে। উক্ত হাসপাতালে রোগ নির্ণয়ের জন্য Diagnostic Centre যুক্ত হয়েছে। উক্ত Diagnostic Centre-এ Cancer Screening-এর ব্যবস্থা সংযোজিত হোক এই আমাদের সকলের প্রত্যাশা। গান্ধী সেবা সঙ্ঘ আমার, আপনার এবং সকলের কল্যাণসাধনে অঙ্গীকারবদ্ধ।

তথ্যসূত্রঃ

1. Preventive and Social Medicine, Park, K. 17th Edition.
2. Herper Biochemistry, 25th Edition.
3. Smoking Kills, Chatterjee, I. B., Atmabikash, 7th Year, 4th Issue, January, 2016.
4. প্রাণী চিকিৎসক, প্রাক্তন অধিকারিক (জিলা স্তর), প্রাণী সম্পদ বিভাগ, পঃ বঃ সরকার।

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের

www.gandhisevasangha.org

ওয়েব সাইট দেখুন

মুক্ত হস্তে সাহায্য করুন

সমাজের সেবায় দায়বদ্ধ

গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালে

এখন থেকে দুবেলাতেই আল্টাসোনোগ্রফি

সকাল ১১টা ও সন্ধ্যা ৬টায়

এছাড়া

ডিজিটাল এক্স-রে (সিমেন্স ও ফুজি)

সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত

রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য প্যাথোলজি বিভাগ খোলা

সকাল ৮টা থেকে রাত ৭টা

উন্নত মানের বিশ্বস্ত পরিষেবা - অনেক কম খরচে।

সঙ্ঘের গ্রন্থাগার

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের গ্রন্থাগারের সদস্য পদ গ্রহণ করুন। প্রতিদিন বিকেল ৫-৩০টা থেকে ৮-৩০টা পর্যন্ত এই গ্রন্থাগার খোলা থাকে। প্রায় ১০,০০০ বই-এর ভাণ্ডার এই গ্রন্থাগারে আছে। বই বাড়িতেও নেওয়া যায়। গ্রন্থাগারে বেশ কিছু মাসিক/সাপ্তাহিক পত্রিকা রাখা হয়।

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের বার্ষিক প্রতিবেদন

গৌতম সাহা

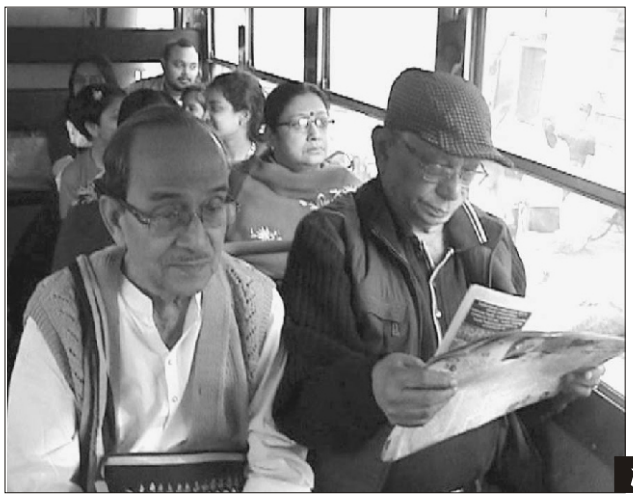

পিকনিকের পথে বাসে এবং আসরে। ছবি: নন্দিনী বসু

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের ৬৮তম বার্ষিক সাধারণ সভাতে সঙ্ঘের প্রতিবেদন পেশ করতে পেরে অত্যন্ত গর্বিত ও আনন্দ অনুভব করছি। সঙ্ঘের কার্যকরী সমিতির সমস্ত সদস্যদের তরফ থেকে আপনাদের স্বাগত জানাই। আপনারা আশা করি সকলেই অবগত আছেন, প্রায় ৭০ বছর ধরে

পিকনিকে গাছে। ছবি: নন্দিনী বসু

এতদ্ অঞ্চলে গান্ধী সেবা সঙ্ঘ নিরলস ভাবে মানব কল্যাণে নানা রকম সেবামূলক কার্যকলাপে যুক্ত রয়েছে। বর্তমানে সঙ্ঘ গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল নির্মাণে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। এই কর্মযজ্ঞে সমাজের সমস্ত মানুষের কাছে আমরা সাহায্যের আবেদন জানাছি। আনন্দের সঙ্গে জানাই বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আমরা আন্তরিক সহযোগিতা পাচ্ছি। শ্রী সুজিত বসু এই হাসপাতালের চেয়ারম্যান হয়েছেন।

আমি প্রথমেই আমাদের সদস্য, যাঁরা পরলোক গমন করেছেন তাঁদের স্মরণ করছি এবং তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করছি।

গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল:-

বহু সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ও স্বনাম ধন্য ডাক্তারদের উপস্থিতে হাসপাতাল ভবনের দ্বার উদ্ঘাটন হয় ২৯ শে মার্চ, ২০১৬। বর্তমানে হাসপাতালের বহির্বিভাগটি পূর্ণমাত্রায় কাজ করতে শুরু করছে। হাসপাতাল ভবনের এক তলায় প্রায় ৭০০০ বর্গ ফুটের বিশাল এলাকাটিকে পরিকল্পিত ভাবে বহির্বিভাগের জন্য সাজানো হয়েছে। ডাঃ ভবতোষ বিশ্বাস, ডাঃ জয়দীপ বিশ্বাস, ডাঃ সুশান্ত ভট্টাচার্য, ডাঃ সব্যসাচী রায় প্রমুখ বিশিষ্ট ডাক্তারদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানটি হয়। শ্রী সুজিত বসু মহাশয় আন্তরিকতার সঙ্ঘে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। হাসপাতালের বহির্বিভাগটি নির্মাণে যাবতীয় খরচ শ্রী মহেশ শর্মা বহন করেছেন এবং তাঁর স্বর্গীয় স্ত্রী রাজেশ্বরী দেবী শর্মা নামে উৎসর্গ করেছে।

বাংলার নববর্ষের দিন আমরা একটি মেডিক্যাল ক্যাম্পের আয়োজান করেছি প্রায় ২০০ জনকে বিনামূল্যে বিভিন্ন রকম পরীক্ষার পরিষেবা দিতে পেরেছি। দন্ত বিভাগ, এক্সরে, প্যাথোলজি, আলট্রা সোনোগ্রাফি, ইকো-কার্ডিওগ্রাম সবই এখন নিয়মিত খোলা থাকছে। অদূর ভবিষ্যতে অন্তর্বিভাগটি চালু করার চেষ্টাও জোর কদমে চলছে।

সঙ্ঘের যে সব বিভাগ গুলি চিকিৎসা ক্ষেত্রে বহু দিন ধরে যেসব পরিষেবা দিচ্ছে তার একটি বিবরণ দিলাম, যেমন অ্যালোপ্যাথিতে এবছর প্রায় ৪১০৫ জন রোগী ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ পেয়েছেন। ওষুধের জন্য আমরা ৯৪,১৮৩ টাকা খরচ করেছি। হোমিওপ্যাথিতে প্রায় ৪৬১২ জন পরিষেবা পেয়েছেন। চক্ষু বিভাগে ১৬৫০ জন ডাক্তার দেখানো ওষুধ ও চশমা সহ উপকার পেয়েছেন।

বাঙ্গুরের ডাক্তার সুভাষীশ রায় নিয়মিত শিশুদের ওষুধ আমাদের দান করেন। সেই সব দামী ওষুধ শিশুদের এত উপকারে লাগে এবং আমাদের দিতেও ভালো লাগে। ডাক্তারবাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ডাঃ বি পি বরাট সঙ্ঘকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ দান করেন। সেই ওষুধ রোগীদের সেবার কাজে খুবই ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানাই।

সঙ্ঘের একটি কর্মকাণ্ড হল 'সেবা নিবাস' পরিচালনা করা। ২৫টি ঘর নিয়ে সেবা নিবাস চলছে। এবছর প্রায় ৪৫০০ ক্যান্সার রোগী এখানে থেকে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হয়েছে। সঙ্ঘ একটি 'দুঃস্থ রিলিফ ফান্ড' তৈরি করেছে, যেখান থেকে প্রয়োজন মতো ক্যানসার রোগীদের সাহায্য করা হয়। বাংলাদেশ, উত্তরবঙ্গ, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বিহার -- এসব এলাকা থেকে বহু মানুষ সেবা নিবাসে থাকতে আসেন।

সঙ্ঘের লাইব্রেরিটিও ভালো চলছে। সন্ধ্যাবেলা পড়ুয়াদের আনাগোনা, গল্পগুজবে গ্রন্থাগারটি বেশ জমজমাট হয়ে থাকে। প্রতিমাসে শেষ রবিবারের সন্ধ্যাবেলায় একটি পাঠচক্রের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন সাহিত্যিক, কবি, মনীষীদের সম্পর্কে আলোচনা হয়। পাঠচক্রে বসে চা ও সিঙ্গাড়া সহযোগে একটি ঘরোয়া মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান সকলে উপভোগ করেন। সেবক পাঠকদের বিশেষ অনুরোধ আপনারা সবাই মাসের শেষ রবিবার, সন্ধ্যা ৬টায় লাইব্রেরিতে আসুন ও পাঠচক্রে সক্রিয়ভাবে যোগদান করুন।

এ বছর থেকে আমরা নতুন উদ্যামে একটি 'কম্পিউটার লার্নিং সেন্টার' আরম্ভ করেছি। অতি স্বল্প মূল্যে এখানে কম্পিউটার শেখানো হয়। আগ্রহী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অবশ্যই এখানে আসতে পারে। প্রতি শনিবার বিকালে ও রবিবার সকালে এখন এই ক্লাস চলছে। সঙ্ঘে এসে আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন।

গত ১৮ ডিসেম্বর, দত্তবাগান থানা এলাকার সন্তোষ পুর কালী বাড়ির কাছে সঙ্ঘের পিকনিকটি অনুষ্ঠিত হয়। নানান বয়সের ৬০ জন সদস্য এই পিকনিকে যোগদান করেন। অতি সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশে খেলাধূলো, কবিতা, গান-বাজনা, গল্পগুজব, হাসি-ঠাট্টা এবং অত্যন্ত সুস্বাদু খাওয়া-দাওয়ার সহযোগে পিকনিকটি আনন্দের হয়েছিল।

গত ১লা ফেব্রুয়ারি সঙ্ঘের মাণিক্য মঞ্চে সরস্বতী পুজো মহা সমারহে পালিত হয়। সরস্বতী বন্দনায় সঙ্ঘের ছেলেমেয়েরা উপস্থিত সকলকে গানবাজনায় আপ্লুত করে। প্রায় ১৭০ জন সদস্য, ডাক্তারবাবুরা, সঙ্ঘের বন্ধুরা এতে যোগদান করেন। পুজোর প্রসাদ এবং খিচুড়ি ভোগ সকলে আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেন।

সঙ্ঘের পিকনিকে। ছবি: নন্দিনী বসু

সেবক
২৯ পৌষ ১৪২৩ শনিবার ● ১৪ জানুয়ারি ২০১৭

নোট বাতিল

কেন্দ্রীয় সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অরবিন্দ সুব্রহ্মণ্যম জানালেন নোট বাতিলের অন্যতম লক্ষ্য ছিল জমি, বাড়ির দাম কমানো। নোট বাতিলের ফলে সাধারণ মানুষের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সমস্যায় পড়েছেন। অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি মহাশয় তাঁর বাজেটেও উল্লেখ করেছেন -- এতে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার কিছুটা হলেও কমবে। অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের দৃঢ় বক্তব্য, সম্ভবত এই প্রথমবার সরকারি মহল থেকে নোট বাতিলের বিরূপ প্রভাবের কথা স্বীকার করে নেওয়া হল। এ যাবৎ কালে নোট বাতিলের কারণ হিসেবে সেবায় ব্রতী পত্রিকা 'সেবক' যা যা প্রতিক্রিয়া পেয়েছিল-- প্রথমত নোট বাতিলের ফলে কালো টাকা, জাল নোট এবং সন্ত্রাসবাদীদের ধাক্কা দেওয়া। দ্বিতীয়ত, 'ক্যাশলেস ইকোনমি' চালু করাই ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। আর এখন জমি, বাড়ির দাম কমানো। তিনবার তিনরকম কথায় আসল উদ্দেশ্য কী, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে মানুষে মানুষে।

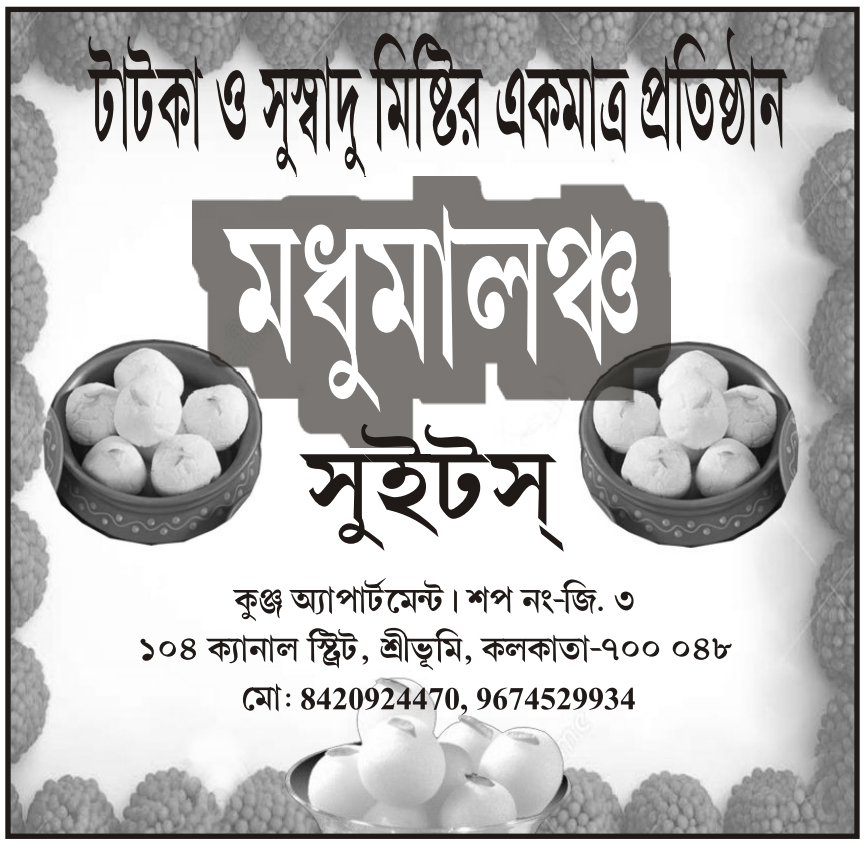

ভগিনী নিবেদিতা

শঙ্কর লাল ঘোষাল

১৮৯৫ সালে প্লেগ যখন মহামারী রূপে ছড়িয়ে পড়েছিল কলকাতায় ইংল্যান্ড ফেরত ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর প্লেগের চিকিৎসার সময় দেখেছিলেন বাগদী বস্তিতে এক ইউরোপিয়ান মহিলাকে। যিনি বস্তিতে বস্তিতে পরিষ্কারের কাজ করছেন এবং নিজেই একটি ছোট মই নিয়ে ঘরে ঘরে চুনকাম করে চলেছেন। দূষিত আবহাওয়া মুক্ত করতে। সেই ইউরোপিয়ান মহিলা আর কেউই নন, আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় প্রিয় ভগিনী নিবেদিতা। যিনি সেই বছরই কলকাতায় প্রথম এসেছিলেন স্বামীজির শিষ্যা হিসেবে। স্বামীজির দেহত্যাগের (১৯০১) পরও উনি অনেক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ভারতজুড়ে। ৯ বৎসর পরে এখানেই দেহত্যাগ করেছিলেন। এটা মনে হলেই আমাদের মনে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকে স্মরণ করতে ইচ্ছে করে। তাই ওনার সার্ধ্য শতবর্ষে কিছু কথা লেখার সুযোগ পেয়ে আনন্দ অনুভব করছি।

ভগিনী নিবেদিতার জন্ম আয়ার্ল্যান্ডের ডানগ্যানন শহরে ২৮ অক্টোবর, ১৮৬৭ সালে। নাম ছিল মার্গারেট নোবেল। বাবা স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবেল। সালায়ন চার্চে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করতেন। বোনের নাম মেরি, ভাই রিচমন্ড। ধর্মবোধ ও স্বাধীনতাস্পৃহা এই দুই চেতনা নিবেদিতা পেয়েছিলেন পারিবারিক সুত্রে। নিবেদিতা ও তার বোন মেরি হ্যালি ফ্যাক্স বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। নিবেদিতার কর্মময় জীবন শুরু হয় ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যমে। এরপর ১৮৮৬-তে রাগবির অনাথ আশ্রমে, রেক্সহ্যামে একটি বিদ্যালয়ে, পরে চেস্টারের বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে 'দ্যা কিংসলে স্কুলে'র প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৯৫ সালে লেডি মার্গাসনের বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। বিদেশী শ্রোতাদের সঙ্গে কথোপকথন, সংস্কৃত স্তোত্রগীতি, বিভিন্ন রকম প্রশ্ন উত্তর এবং স্বামীজির দৃপ্ত ব্যবহার নিবেদিতাকে মুগ্ধ করেছিল। ধর্ম সম্পর্কে নিবেদিতার মধ্যে যে বিভ্রান্তি ছিল, বিবেকানন্দের স্পষ্ট ধর্মতত্ব ও সর্বধর্মের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস সেই পূর্বের বিভ্রান্তিকে অনেকটা দূর করতে পেরেছিল। ১৮৯৮ সালে স্বামীজির প্রেরণায় নিবেদিতা জাহাজে করে ভারতবর্ষে আসলেন। স্বামীজি গিয়েছিলেন তাকে স্বাগত জানাতে। এদেশে আসার পর প্রথম প্রথম মেলামেশায় খুবই অসুবিধা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু গুরুর আর্শীবাদ এবং তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নিবেদিতাকে সাহস জুগিয়েছিল। ওই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে রামকৃষ্ণ দেবের সাধারণ জন্ম উৎসব। আমেরিকা থেকে স্বামীজির আরও দুই শিষ্যা সারা বুল ও মিস ম্যাকলাউড দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন বেলুর মঠ নির্মাণে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এঁদের সঙ্গে নিবেদিতার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল না। স্বামীজির তত্ত্বাবধানে নিবেদিতার বাংলা ভাষা শিক্ষা চলছিল। স্টার থিয়েটারের একটি সমাবেশে স্বামীজি কলকাতার জনগনের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য একটি জনসমাবেশের আয়োজন করেছিল। আয়ার্ল্যান্ডের পার্নেল, রাশিয়ার ক্রুপটকিদের বিপ্লবী ভাবনার সঙ্গে পরিচিত নিবেদিতা ভারতে এসেছিলেন ভারতবাসীকে ভালোবাসবেন, সেবা করবে বলে। বেলুর মঠে নিবেদিতার দীক্ষা হয়। কলকাতার সমাজে ম্যার্ডারেট এখন নিবেদিতা নামে পরিচিত, যাঁর প্রান মানবতার জন্য নিবেদিত। স্বামীজির কাছে যখনই আসতেন ভারতীয় রাগ - সঙ্গীতের আলাপন শুনতে পেতেন। তাঁর মনটা আনন্দে ভরে উঠতো। নিবেদিতা কখনো শ্রী রামকৃষ্ণ দেবকে চাক্ষুষ দর্শন করেননি। কিন্তু তার সহধর্মিনীকে দেখে ছিলেন। অত্যন্ত সাদাসিদে অথচ প্রখর বাস্তববোধের অধিকারিণী মা সারদা নিবেদিতাকে প্রথম থেকেই গভীর মমতা ও মর্যদার সঙ্গে কাছে টেনে নিয়ে ছিলেন। মা সারদার সংস্পর্শে এসে নিবেদিতা অত্যন্ত আনন্দিত ও সম্মানিত বোধ করেছিলেন। সেই যুগে প্রবল আচার-নিষ্ঠায় সমাজ যখন আচ্ছন্ন, সারদা মায়ের এই প্রীতি ভালোবাসায় নিবেদিতা আপ্লুত হয়েছিলেন। ভারতীয় সমাজে প্রবেশ করার অধিকার পেয়েছিলেন।

স্বামীজির আধ্যাত্মিকতা ও দেশ প্রেমের আর্দশকে সামনে রেখে নিবেদিতা জনসাধারণের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিবেদিত করলেন। প্রথমে পার্কস্ট্রিটে কিছু দিন ছিলেন। কিন্তু তিনি অনুভব করলেনেই দেশের সাধারন মানুষের সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি মিশে যাওয়া যায় ততই ভালো। তাই ১০/২ বোস পাড়া লেনে মা সারদার কাছে এসে বসবাস করতে শুরু করলেন। লাল মেঝের ঘর, আসবাবের বালাই নেই, মাদুর পাতা। মাদুরের ওপরে একটি বালিশ ও মশারি। মা সারদার স্নেহধন্যা নিবেদিতা আনন্দে দিন কাটাতে লাগল। পল্লীগ্রামের লোক জনেরা কিন্তু ছি ছি করছেন। সারদা মাকে তারা এক ঘরে করে না দেন ! কিন্তু মা সারদা নির্বিকার। বুঝতে পেরে নিবেদিতা পাশেই ১৬ নং বোস পাড়া লেনে ঘর ভাড়া নেন। এখানে একটি মেয়েদের স্কুল খুলতে তিনি উদ্যোগী হন। ছাত্রী জোটানোর জন্য সভা ডাকা হল। স্বামীজি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ স্বামীজি বলে উঠলেন, হরমোহন বাবুর মেয়ে তোমার স্কুলের ছাত্রী হতে রাজী হয়েছে। নিবেদিতা আনন্দে বিভর হয়ে হাততালি দিয়ে নেচে উঠলেন। তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয় মেয়েরা শিক্ষিত হবে, কাজ করবে সাহসী হবে, আবার মেয়েদের সহজাত যে সৌন্দর্যবোধ তা হারিয়ে ফেলবে না। ১৮৯৯ সালে বিবেকানন্দ বিদেশ যাত্রা করলেন। এবার তাঁর সঙ্গী নিবেদিতা ও তুরীয়ানন্দ স্বামী। ভারতবর্ষে নানারকম সামাজিক কাজকর্ম ও স্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করাই উদ্দেশ্য ছিল। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, প্যারিস সব জায়গাতেই অর্থের জন্য আবেদন রাখলেন। সেখানে সস্ত্রীক জগদীশ চন্দ্র বসুর সঙ্গেও সাক্ষাত হয়। স্বামীজির প্রেরণায় নিবেদিতা ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ ভাবে ভারতবর্ষে জীবন ধারায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। কত মানুষের সাথে তার পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু তখনও তিনি বুঝতে পারেননি স্বামীজির সময় ফুরিয়ে আসছে।

স্বামীজি নিবেদিতাকে মঠে নিমন্ত্রন করলেন। সামান্য আহারের আয়োজন ছিল। ভাত, আলুসেদ্ধ, কাঁঠালবিচি সেদ্ধ, দুধ পরম যত্নে মানস কন্যাকে খাওয়ালেন। হাতে জল ঢেলে ধুয়ে দিলেন। যত্ন সহকারে হাত মুছিয়ে দিলেন ঠিক যেমন মৃত্যুর আগে যীশু তার শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন। ১৯০২ সালে স্বামীজি দেহ ত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দের সম্পর্কে একটা ফাঁক ছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার একটি সুন্দর সম্পর্ক ছিল। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্প তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস 'গোরা'য় গোরা যে অভারতীয় সাহেব তার সঙ্গে বাঙালি মেয়ে সুচরিতাকে মিলিয়ে দিচ্ছিলেন না কবি। নিবেদিতার অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসের শেষে গোরা-সুচরিতাকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। তার গভীর ইচ্ছা ছিল বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হোক। সস্ত্রীক জগদীশ চন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা দল বেধে বুদ্ধগয়া বেড়াতে গিয়েছিলেন।

ডাঃ নীলরতন সরকার দার্জিলিং-এ নিবেদিতার দেখাশোনা করতেন। ১৩ অক্টোবর দার্জিলিং এ তাঁর দেহাবসান হয়। বিদেশীনি হয়েও ভারতবর্ষকে এত ভালোবেসেছিলেন, তা আজও স্মরণ করলে আমরা মুগ্ধ হই। তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রনাম।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সেবা নিবাসের জন্য যাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

১। সুজাতা টাট -	১,০০,০০০ টাকা
২। দীপক কুমার সাহা -	৩০,০০০ টাকা
৩। রেখা রায় চৌধুরি -	২০,০০০ টাকা
৪। বাসন্তী দত্ত -	৫,০০০ টাকা
৫। দীপ্তি সাহা -	৩০,০০০ টাকা
৬। বিমলেন্দু হালদার -	২,০০০ টাকা
৭। সাগরিকা দাস -	২,০০০ টাকা
৮। চিত্তরঞ্জন শীল -	৫০০ টাকা

গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল তহবিলে যাঁরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে দান করেছেন তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

১। এ গাঙ্গুলি -	১,০০,০০০ টাকা
২। অশোক কুমার শ্রীবাস্তব -	৭৫,০০০ টাকা
৩। রাম প্রসাদ ব্রীজলাল -	১,০০,০০০ টাকা
৪। রাম মন্দির ফান্ড সোসাইটি -	২,০০,০০০ টাকা
৫। পঙ্কজ আগরওয়াল -	৫০,০০০ টাকা
৬। ইনফো সফ্ট গ্লোবাল প্রাইভেট লি: -	১,০০,০০০ টাকা
৭। কিশোর কুমার নাধানি -	৫,০০,০০০ টাকা
৮। সাধন চৌধুরি -	৫১,০০০ টাকা
৯। সুধীর চন্দ্র সাহা -	১০,০০০ টাকা

গান্ধী সেবা সঙ্ঘ

পরিচালিত
ক্যানসার রোগী ও সাথীর জন্য
অতি অল্প খরচে নির্ভয়ে
সুন্দর থাকবার ব্যবস্থা
গান্ধী সেবা সঙ্ঘ সেবা নিবাস

গান্ধী মোড়, ২০৭/১, এস. কে. দেব রোড, শ্রীভূমি, কোলকাতা-৪৮
শ্রীভূমি পোস্ট অফিসের পাশে

পথনির্দেশ

বাস - আর জি কর হাসপাতাল থেকে - 30C, 215/1, 211A
নিলরতন হাসপাতাল, শিয়ালদহ থেকে - 221. 223, 44, 45
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে - 46, 12C/1, 46,
বিরাটি-বাগুইআটি-এয়ারপোর্ট মিনি
লেকটাউন ভি. আই. পি. রোড মোড় স্টপেজ

প্রয়োজনে যোগাযোগ গান্ধী সেবা সঙ্ঘ (033) 25214011
দীপা দত্ত: 9007833036, অপূর্ব কুন্ডু: 9593576084
বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য: 9836133762 গৌতম সাহা: 9432000260

মহাশ্বেতা: সন্ধ্যার সূর্য

১ পাতার পর

তাঁর রচনাকর্ম রয়ে গেছে। সেখান থেকে একটু উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না।

''সময় নেই, সময় কোথায়? এতক্ষণ মেঘে মেঘে বেলা চলে গিয়েছে। সূর্যের দাঁড়াবার সময় নেই, এখন সূর্য পশ্চিমে। সহসা মেঘ ভেঙে আকাশের কোণে কোণে গলগল করে লাল আলো উছলে পড়ল। সন্ধ্যার সূর্যের দৃষ্টি ঘোলাটে, দেখলে ভয় হয়। মতি শেখের ঘোড়া গাড়িসুদ্ধ খানায় পড়ে জখম হলে, আর বাঁচবে না জেনে, মুচিরা এসে জীয়ন্তে চামড়া টানবে জেনে, 'ওরে, এমন নির্দয় কাজ করতে আমার কলজা ফাট্টে যায়' বলে কাঁদতে কাঁদতে মতি শেষ সে ঘোড়াকে জবাই করেছিল। মানুষ সেজন্য তাঁকে আজও নির্দয় বলে, কিন্তু পোষা জীবের অমন কষ্ট কে দেখতে পারে? ঘোড়ার চোখের দৃষ্টি নিমেষে ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল, গলার সফেন রক্ত অমনি গলগলিয়ে চতুর্দিকে বয়ে গিয়েছিল।''

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হল। আসলে নিম্নবঙ্গের গল্পটি পাঠকের সামনে তার জল-কাদা-বৃক্ষরাজি-মানুষ-প্রাণীকুল-কল্পনা-মায়া-রিরংসা সমেত উপস্থিত করতে পারলে তৃপ্তি হত। সেই অতৃপ্তি থেকেই মনে পড়ছে মার্কেজের সরলা এরেন্দিরার কথা। দেশ-জাতি-ধর্ম-ইতিহাস এবং তার মৃত্তিকাসঞ্জাত গাছপালা আর সমাজবিন্যাস, অর্থনীতি আর নদীস্রোত, কলাঝোপ আর সূর্যাস্ত-সহ 'সরলা এরেন্দিরা' যেভাবে নির্মিত হয়েছিল দূর লাতিন আমেরিকায়, প্রায় সমকালেই (আঙুল গুণে বললে, বছর দশেক আগেই) মহাশ্বেতা দেবীর 'দেওয়ানা খইমালা'-র নির্মাণে তার সঙ্গে একটা পদ্ধতিগত যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

এ এক আশ্চর্য যোগাযোগ! কুড়ি শতকের মাঝামাঝি নিরাসক্ত, আত্মসর্বস্ব, বিচ্ছিন্ন এবং বহিরাগত (যেন এলিয়েন)! এই ধারণাটির জন্ম এমন এক আত্মগর্ব থেকে, যা দীর্ঘদিন কালো আর বাদামিদের শোষণ করার পর সাধারণের স্তরে নেমে আসার সঙ্কটের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তৎকালীন ইউরোপের একক জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে পরাজয়-জনিত যে-বমিবমি ভাব, সে-সবের থেকে দূরে নিজের দেশ আর সেই দেশের ভাষা ও তার ভবিষ্যৎকে আবিষ্কারের চেষ্টাই সম্ভবত নৈকট্য এনে দিয়েছে 'দেওয়ানা খইমালা' আর 'সরলা এরেন্দিরা'-র মধ্যে।

তাঁর প্রয়াণের পর প্রতিবাদ হয় তাঁদের, যাঁরা মনে করেন, আঞ্চলিক ভাষায় সংলাপ লেখার চেষ্টা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। কী অসম্ভব বিশ্বস্ততায় মহাশ্বেতা সংলাপে এবং দু-এক লাইনের বর্ণনায় জীবন্ত করেছেন চরিত্রগুলোকে, ভাবা যায় না! বিস্মৃত, অবহেলিত এবং পিছিয়ে পড়তে পড়তে যে-সব শব্দ পিছিয়ে-পড়া জনগোষ্ঠীরও নিভৃত সংলাপে আশ্রয় পেয়েছে, সেইসব শব্দ তাঁর গল্প আর চরিত্রগুলোকে নির্মাণ করেছে। আর চরিত্রগুলি? তারা কোমল, তারা রুক্ষ, ধূলিমলিন। তাদের শৌর্যে আকাশের পর্দা ফেটে যায়। তাদের বঞ্চনায় শানের ওপর অবিরাম খোলামকুচি ঘষার কর্কশ আওয়াজ। এইসব চরিত্র পাঠকের মধ্যবিত্ত আপাত-নিশ্চয়তার জগতে বেমানান। ফলে, অবাস্তব। আর, এইখানেই এদের জোর। এই স্বভূমিতেই এদের বাস্তবতা। সরকারি গান-স্যালুটে শেষ বিদায় জানানো হয়েছে মহাশ্বেতা দেবীকে। তবু এই বাক্যটি অসার হওয়ার নয় যে, তিনি সেই বিরল লেখকদের একজন, যিনি নিপীড়িতজনের বাস্তবতাকে দেখতে পেয়েছিলেন আর মধ্যবিত্তদের চোখে যতই অলীক মনে হোক, সাহিত্যে সেই বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেলেন।

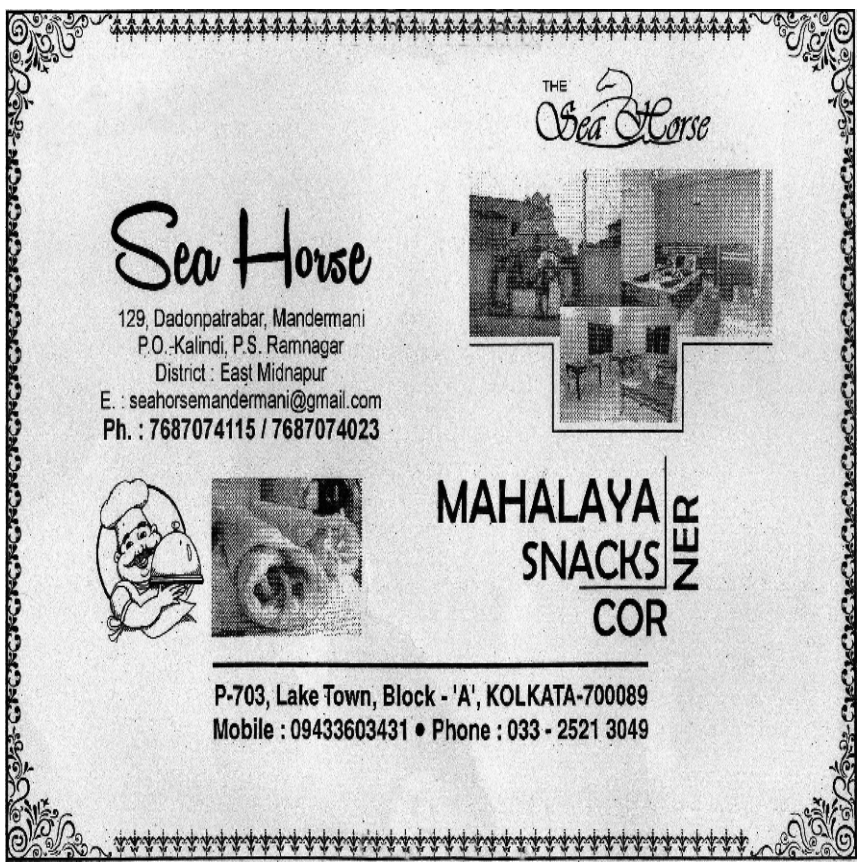

কাগুজে নোটের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে কিছু কথা

পৃথ্বিপতি চক্রবর্তী

বেশ কিছু বছর ধরেই আমাদের দেশের অর্থ-ব্যবস্থার রাশ সরকারের হাত থেকে আলগা হয়ে যাচ্ছিল। এ যেন সরকারি অর্থ-ব্যবস্থার মধ্যে আর এক অনিয়ন্ত্রিত এবং সমান্তরাল অর্থ-ব্যবস্থার 'চায়না বাজার'। একদিকে লাগাম ছাড়া দুর্নীতি, অন্যদিকে হাজার নকল নোটের আমদানি কখনও জঙ্গীদের মাধ্যমে বা মাদক ব্যবসায়ীদের মাধ্যম দিয়ে। কিছু কিছু রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মদত-পুষ্ট প্রোমোটার বা রিয়েল এস্টেটের এজেন্ট, সিন্ডিকেট থেকে শুরু করে গরু-পাচারকারী পর্যন্ত কোটি কোটি নগদ টাকার মুক্ত বাজার, যার উপর সরকারের বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের না আছে শাসন না আছে নিয়ন্ত্রণ। যত 'কারেন্সি নোট' এক বিশেষ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রিন্ট করার কথা, হিসেব নিয়ে দেখা যাচ্ছে দেশের আর্থিক বাজারে ওই সময়ে অনেক অনেক বেশি 'কারেন্সি নোট' ছাপা হয়েছে বা সার্কুলেশনে আছে। প্রশ্ন থাকছে: কে ছাপালো এত কারেন্সি নোট বা কোথা থেকে এল? আসল কারেন্সি নোটস-এর বান্ডিলে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় সহজেই নকল কারেন্সি নোটস ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, আর পাশাপাশি বস্তা বস্তা fake বা নকল নোটের বন্যা।! এ যেন রসায়নিক যুদ্ধের মত আর এক অন্য ধরনের যুদ্ধ -- দেশের সংযত অর্থ-ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেওয়ার যুদ্ধ। ২০১৫-১৬ সালের আর্থিক বছরে ১০০০ ও ৫০০ টাকার জাল নোটের সংখ্যা ৪ লাখ কোটি ছাপিয়ে যায়।

১৯৭৮ সালে Wanchoo Committee-র সুপারিশের ভিত্তিতে যখন ১০০০, ৫০০০ এবং ১০,০০০ টাকার currency note বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় সরকার, তখন মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেশের অর্থব্যবস্থা থেকে কালো টাকাকে-কে ছেঁটে ফেলা। The High Denomenation Bank Note (demonetisation) Act 1978 প্রনয়ণ করে ১৬ই জানুয়ারি ১৯৭৮ থেকে বাজারে প্রচলিত ১০০০, ৫০০০ ও ১০,০০০ টাকার currency notes বাতিল করে দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। ২৪-শে জানুয়ারি ১৯৭৮ পর্যন্ত, অর্থাৎ মাত্র এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হয় জনগণকে এই সব বাতিল নোটকে ব্যাঙ্কের সঙ্গে বিনিময় করে valid notes সংগ্রহ করার জন্য। ১৯৭৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রচেষ্টা তেমন একটা সফলতা পায়নি, কেননা demonetisation-এর সংবাদ আগেভাগেই বিশেষ কিছু জনগণের কাছে পৌঁছে যায় এবং কালো টাকার মালিকরা যাবতীয় প্রয়োজনীয় সাবধানতা নিয়ে সরকারের প্রচেষ্টাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে দেয়। ১৯৭৮ সালের তুলনায় এখন দেশের অর্থনীতি অনেক বেশী সংকটাপন্ন। এখন অনেক বেশি সৎসাহসের প্রয়োজন ছিল যে কোনও ধরনের demonetisation এর জন্য, একদিকে যেমন শুধুমাত্র black money বা কালো টাকার সব ধরনের উৎসগুলোকে চিহ্নিত করা জরুরি ছিল তেমনি জঙ্গী ও মাদক ব্যবসায়ীদের অর্থের যোগানকে স্তব্ধ করে দিয়ে তাদের কার্যকলাপে রাশ টানা, আবার একই সঙ্গে জাল নোটের আমদানির উৎস খুঁজে বার করে তার সঠিক সমাধান করার মত জটিল প্রক্রিয়াগুলোকে কার্যকর করে তোলার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এ সব কিছুকে সফল করে তুলতে হলে নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তা রক্ষা করাও খুবই দরকারি। গণতন্ত্রে জনগণের স্বার্থ সব কিছুর উপরে। তাই এও দেখা দরকার ছিল যে demonetisation-এর ব্যাপকতা বা পরিধি কত ছোট হয়, after effect নির্দোষ জনসাধারণের কতখানি কম হয়। আর সেই জন্যই বর্তমানের কেন্দ্রীয় সরকার গত কয়েক বছর ধরে প্রতিটি নাগরিকের জন্য Bank Account করানো, আধার কার্ডের মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিকের পরিচয়গত বৈশিষ্ট্য বা identity-কে fool-proof করা, প্রধানমন্ত্রীর ধন-জন-যোজনার মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনে সংযুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল।

তাই, বর্তমানের demonetisation অর্থাৎ ২০১৬ সালের demonetisation, ১৯৭৮ সালের demonetisation-এর তুলনায় অনেক বেশী পরিকল্পনা প্রসূত ও অনেক বেশী কার্যকারী হওয়ার দাবী রাখে। তাছাড়া, ৫০০ টাকার ও ১০০০ টাকার currency notes-এর circulation বা জনগণের মধ্যে প্রচলনগতির কথা যদি ভাবা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে বেশিরভাগ লোকের হাতে যারা কালো বাজারিতে লিপ্ত নয়, এই demonetisation-এর নোটের দৈনন্দিন বিনিময় খুব একটা বেশি নয়। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যেখানে ১০০০ টাকার নোটের ব্যবহারকারী বা মালিক জনগণের প্রায় ৩৮.৬% ও ৫০০টাকার ব্যবহারকারী প্রায় ৪৭.৮%, সেখানে অন্য currency note-এর প্রচলনের জনগণের মাত্র ১৩.৬% এই সীমিত। তাই জাল ১০০০ টাকার ও ৫০০ টাকার নোটের রমরমায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সব থেকে বেশি মানুষ, যা বন্ধ করা খুবই জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অবশ্যই ১৯৭৮ সালের demonetisation-এর প্রধান লক্ষ্য ছিল কেবলমাত্র কালো টাকার মালিকরা বা ধনীব্যক্তিরা, কেননা, ১৯৭৮ সালে ৫০০০ টাকার বা ১০০০ টাকার বা ১০,০০০ টাকার ক্রয়ক্ষমতা এখনকার তুলনায় অনেক বেশি ছিল। তাই ২০১৬ সালের demonetisation-এর শিকার বেশ কিছু মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তরাও হবেন। কিন্তু বৃহত্তর ও মহত্তর স্বার্থে এবং দেশের অর্থব্যবস্থাকে কলুষমুক্ত করতে এইটুকু ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়। এসব সর্তেও হর্ষদ মেহেতা বা লাখিভাই পাঠকদের briefcase বা handbaggage-এ কোন currency-র কত নোট রাখা যেতে পারে, চিরকালই হয়েতো mathematical puzzle হয়ে উঠে আসবে। এসব সত্ত্বেও হয়তো দেখা যাবে জন-ধন-যোজনার গরীব আমানতকারীরা অন্যের কালো টাকা, উপরি পাওনার লোভে, নিজেদের zero balance account ব্যবহার করতে দিয়ে সরকারি প্রচেষ্টাকে কিছুটা ব্যর্থ করে দিচ্ছেন। আবার কিছু কিছু অসাধু কালো টাকার মালিক উত্তর পূর্ব ভারতের আদিবাসিদের bank account ব্যবহার করে নিজেদের কালো টাকা সাদা করার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত হবেন, কেন না, এসব আদিবাসি লোকেরা income tax এর আওতার আইরে। Surveillance-এরও বাইরে। তা না হলে, বর্তমানের demonetisation-এর ফলে বেশিরভাগ লোকের তেমন বড় কিছু অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। যাদের bank account আছে তারা তো নিজেদের bank account এই অচল হয়ে যাওয়া নোটগুলো জমা দিয়ে আইনসিদ্ধ বা legal tender করতে পারবেন। আর withdrawal slip-এর মাধ্যমে বা ATM-এর মাধ্যমে legally valid currency note নিতে পারবেন। তাও আবার ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৬ এর মধ্যে যে কোনো সময়। যাদের bank account নেই, তারাও exchange slip বা form পূরন করে নিজের identity proof সহ তা জমা দিয়ে অচল ঘোষণা করা নোটগুলো জমা দিয়ে নতুন বা valid notes নিতে পারবেন। আর বেশি টাকার বিনিময় cheque বা debit/credit card-এর মাধ্যমে করা যাবে। অবশ্যই সরকারকেও সজাগ থাকতে হবে বা দেখতে হবে যে বাতিল হওয়া currency note গুলোর replacement বা নতুন currency note-এর প্রচলন বা circulation কত তাড়াতাড়ি করা যায় এবং অব্যাহত রাখা যায়। সরকারি ঘোষণা অনুসারে, যদিও বা ATM থেকে বা Bank এর counter থেকে সরাসরি নগদ টাকা তোলার সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে যা অনেক ক্ষেত্রেই অপর্য্যাপ্ত, তা সত্ত্বেও বলতে হয় যে এই ceiling বা সীমা একান্তই সাময়িক বা temporary। সে যাই হোক, আশ্চর্যের বিষয় যে, demonetisation-এর রাত থেকে এখন পর্য্যন্ত কিন্তু জঙ্গীদের কার্যকলাপের কথা, জম্মু ও কাশ্মীরে বা উত্তর পূর্ব ভারতের কোথাও, তেমন শোনা যায়নি। এটাকে কি বলা যাবে ট্রাম্প-effect না মোদী-effect। দেশের বেহাল অর্থব্যবস্থায় এই blood transfusion-টার খুবই জরুরি ছিল বলে আমার দৃঢ় ধারনা ও বিশ্বাস। আর সবকিছু পরেও, সরকারকে দেখতে হবে যে, ব্যাংকগুলোতে ও ATM গুলোতে টাকার যোগান নিয়মিতভাবে পর্য্যাপ্ত পরিমানে হচ্ছে কিনা। তা না হলে, নিরীহ জনসাধারণকে যে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় বা হবে, তা সব সুন্দর হাসিকে মলিন করে দেবে।

১৯৭৮ সালে Wanchoo Committee-র সুপারিশের ভিত্তিতে যখন ১০০০, ৫০০০ এবং ১০,০০০ টাকার নোটকে বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় সরকার, তখন মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেশের অর্থব্যবস্থা থেকে কালো টাকাকে-কে ছেঁটে ফেলা। The High Denomenation Bank Note (demonetisation) Act 1978 প্রনয়ণ করে ১৬ই জানুয়ারি ১৯৭৮ থেকে বাজারে প্রচলিত ১০০০, ৫০০০ ও ১০,০০০ টাকার নোটকে বাতিল করে দেয় কেন্দ্রীয় সরকার।

AGNI
AGNI POWER & ELECTRONICS PVT. LTD.
Leader in Solar PV Engineering
An ISO 9001 :2008 and OHSAS: 18001 : 2007 Certified Company
MNRE, Govt. Of India
Accreditated Channel Partner
HEAD OFFICE:
114, Rajdanga Gold Park (1st floor), Kolkata-700 107
Tele Fax: (091) (33) 4005-1193/4061-0038
E-mail: Info@agnipower.com/Web: www.agnipower.com

সুধাকুঞ্জ
বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে ভাড়া দেওয়া হয়
স্থান - কেষ্টপুর ঘোষ পাড়া
কোলকাতা - ৭০০১০২
যোগাযাগ: বাসুদেব ঘোষ
৯৮৩১৩৪৫৯৩৩

বই বন্ধু

দেবী মণ্ডল

আরবী 'বহী' থেকে এসেছে 'বই' শব্দটি। 'পুস্তক'অর্থে 'বই' শব্দটি আমার কাছে আশ্চর্য অর্থবহ বলে মনে হয়। 'বই' কথাটির ব্যবহার হয় 'বহন করা' বা বয়ে নিয়ে যাওয়া বোঝাতে। 'বই'-ও যে কত কিছু বহন করে! জ্ঞান, তথ্য, তত্ত্ব-- এসব তো আছেই -- কত স্মৃতি, কত অনুভূতিকেও বয়ে নিয়ে চলে বই। পুজোসংখ্যার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ভাবনাটা মনে এল। আমার যেহেতু পুজোর সময় জন্ম তাই মা জন্ম দিনে দিতেন একটি করে বই -- জন্মদিনে। আর পুজোর বিশেষ উপহার দেবসাহিত্য কুটীর থেকে প্রকাশিত পুজোর বই -- বেনুবীণা, নীহারিকা, অরুনাচল(?)। আবার কখনও রুশদেশের উপকথা, যাদুর তুলি, হাসির অ্যাটম বোম এইসব। জন্মদিনে পাওয়া যে কটি বই এখনও আছে আমার কাছে সেগুলিতে মায়ের নিজের হাতের লেখায় হাত বুলিয়ে যেন ফিরে পাই শৈশবের দিনগুলি। মায়ের হাসি মুখখানা দেখতে পাই চোখের সামনে। ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম বইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের কথা। অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ল বাবার হাতে ধরা তিন/চারটি রঙীন বই। সম্ভবত সেগুলি শিশু সাহিত্য সংসদের ছবিতে রামায়ণ, ছবিতে মহাভারত, ছবিতে পৃথিবী। অবশ্য সঠিক জানা নেই তার আগেই আমাকে অন্য কোনও বই পড়ানো বা দেখানো হয়েছিল কী না। সজ্ঞানে পড়ার ও ভালোলাগার যে বইটির কথা মনে আছে তা হল রবীন্দ্রনাথের 'চিত্র বিচিত্র'। এই বইয়ের 'উৎসব' আর 'ফাল্গুন' এখনও আমার খুব প্রিয় দুটি কবিতা। 'দুন্দুভি বেজে ওঠে দ্রিমদ্রিম রবে সাঁওতাল পল্লীতে উৎসব হবে' পড়ার পর যে আশ্চর্য আনন্দ আর পুলকের অনুভূতি বুকের ভেতর তোলপাড় করে উঠেছিল আজও তা অনুভব করি।

স্কুলের পড়া শুরু হল যখন-তখন নতুন বইয়ের মলাট দেবার পালাও শুরু হল। আমাদের সময়ে বোধহয় ব্রাউন পেপারের মত নির্দিষ্ট কোনো কাগজ দিয়ে মলাট দেবার বাধ্যবাধকতা ছিল না। সুন্দর ছবিওলা ক্যালেন্ডার, রঙিন কাগজ জোগাড় করার প্রতিযোগিতা চলত। আমার দাদা পড়ত ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে। ওর বইয়ের মলাট দেবার কাগজ বোধহয় নির্দিষ্ট ছিল। আমার বড় দুই দিদি আঠা, কাঁচি, রঙিন কাগজ নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকত। অনেক বই বড়দির হাত ঘুরে ছোটদির তারপর আমার কপালে জুটত। এখনও আমার কাছে জাপানি মেয়ের রঙিন ছবি দিয়ে বড়দির নিজের হাতে মলাট দেওয়া একটি বই সযত্নে রাখা আছে। বইটিতে যেন ধরা আছে সেই হারানো দিনগুলির ছবি।

স্কুল বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে যেতে হল হোস্টেলে। স্টাডিরুমে মনিটরের চোখ এড়িয়ে পড়ার বইয়ের ফাঁকে গল্পের বই গুঁজে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ার সুতীব্র উত্তেজনা আর আনন্দের যেন কোনও তুলনা হয় না। ফাল্গুনি মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'চিতা বহ্নিমান' বইটি এভাবেই পড়া। যদিও তার বিষয়বস্তু আজ আর কিছু মনে নেই। খোঁজ পেলে বেশ হতো!)

প্রাইজে পাওয়া বইগুলির ছিল আলাদা কদর। লাল ফিতেয় বাঁধা সার্টিফিকেটে নিজের নাম লেখা বইগুলি দেখে ও দেখিয়ে আশ মিটত না। সেসব বইয়ের যে দু-একটি এখনও আছে তাতে যেন বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠানের আনন্দমুখর মুহূর্তগুলি ধরা আছে।

তখনকার দিনে বিয়ের অনুষ্ঠানে বই উপহার দেবার চল ছিল। আমার বড়দির বিয়ের পর বেশ কিছু উপহারের বই বাড়িতে ছিল। অতএব দায়িত্ব সহকারে সেগুলির সৎব্যবহার করি আমি। যদিও সেসব বই আমার পড়ার উপযুক্ত ছিল না। তবুও, না বুঝেও পড়ে ফেলার উত্তেজনা আর আনন্দে দীর্ঘ দুপুর গড়িয়ে কখন যে বিকেল হয়ে যেত টেরই পেতাম না। স্কুলের পড়া শেষ করে যখন শান্তিনিকেতনে পড়তে গেলাম, তখন অবাধ আনন্দের এক জগৎ খুঁজে পেলাম। ওখানকার বিশাল লাইব্রেরিতে কত যে বই -- কত যে বিষয়ের তার ইয়ত্তা নেই! বোলপুরের বইয়ের দোকান থেকে কেনা যেত সদ্য প্রকাশিত কোনও বই যা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, কাড়াকাড়ি চলত।

আমার বিয়ের সময় যে বইগুলি উপহার পাই তার মধ্যে একটি আমার খুব কাজে লেগেছিল। সেটি একটি রান্নার বই- সাধনা মুখোপাধ্যায়ের লেখা। বিদেশে আনাড়ি হাতে অতিথি আপ্যায়নের পর্বে বইটি আমাকে কত কী যে শিখিয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ফুটপাথের পুরনো বইয়ের দোকান থেকে নামমাত্র দাম দিয়ে কেনা যেত বই। খুব দরকারি বই খুব কম দামে পাবার আনন্দ তো হতই। বাড়তি আনন্দ পেতাম যখন বইয়ের পাতায় লেখা দেখতাম 'তবু মনে রেখো' কিংবা 'এই আমার শেষ উপহার'। পুরনো বইয়ের দোকানে এসব আশ্চর্য আনন্দ ফাউ পাওয়া যায়।

কর্ম জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর পড়া, না-পড়া বইয়ের সান্নিধ্যে সময় কেটে যায়। অনেক বইয়ের পাতা ওল্টাতে গিয়ে বেরিয়ে পড়ে পুরনো চিঠি, শুকনো ফুল, রঙিন পালক। বইয়ের ফাঁকে হঠাৎ খুঁজে পাই তখনকার দিনের সিনেমার পাতলা চটি বই। সিনেমা দেখতে গেলে যে বই কিনতেই হত। বিভিন্ন দৃশ্যের সিনেমার ছবি, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছবি, সিনেমার গান এসব মিলিয়ে বইগুলো ছিল দারুন আকর্ষণীয়। আমার সিনেমা পাগল ছোটদির সৌজন্যে সেসব বইয়ে অবশ্য হাত দেওয়া যেত না। সেইসব দিনের স্বাদ পাই যেন বইগুলো নাড়াচাড়া করে। অনুভব করি বইয়ের মত বন্ধু আর হয় না। ভাবি এখন যারা ই-বুক (কিন্ডেল) পড়াচ্ছে তাদের সঙ্গে বইয়ের সম্পর্ক কী রকমের? ঠিক বুঝতে পারি না। (অডিও বুক) ইদানিং আবার খুব চল্ হয়েছে রেকর্ড করা বই শোনবার। দ্রুততার যুগে বই পড়ার বিকল্প বই শোনা। অবশ্য আমার দৃষ্টিহীন ছাত্রবন্ধুরা এই রেকর্ডেড বই পেয়ে খুবই উপকৃত। সময়ের স্রোতে বই হয়ত আরো ভিন্ন ভিন্ন রূপ পাবে। কিন্তু আমার প্রার্থনা একটাই বই যেন বহমান থাকে সে যে রূপেই হোক না।

উপহার

প্রতিভা সরকার

পূজোর মরসুমে উপহার পেতে সবারই ভালো লাগে। বছরের অন্য সময়ই বা নয় কেন? প্রিয়জনের কাছ থেকে আসা যে কোন উপহার, হতে পারে তা একটি হাতে আঁকা কার্ড-ই বা বই-এর ভাঁজে রেখে দেওয়া একটি শুকনো ফুল বা শিরা বার করা স্বচ্ছ পাতা, অনেক সুখস্মৃতি মনে এনে দেয়।

আমাদের কৈশরে এই সব উপহারেরই চল ছিল বেশি। বিশেষ করে হাতে আকাঁ কার্ড। সাদা কাগজ চৌকো ডবল ভাঁজে বা নানান ছাঁদে কেটে রং পেন্সিলে কত বাহারি ছবি আঁকা হত। কখনো কখনো আঠার ছোট ছোট ফোঁটা ফেলে তাতে ডাল অথবা আস্ত ধান বসিয়ে কত ডিজাইন! সেগুলোর চার পাশে গুড়ো চুমকির ঝিকিমিকি। নিজের বানানো কার্ড দেখে নিজেরাই হাঁ হয়ে যেতাম।

আর ভেতরের লেখাটুকুরই বা রকমফের কত। ছন্দ মেলানো, দু/চার লাইনের স্বরচিত ছড়া সব। এখন সে দিন গিয়েছে। খুব দামী চকোলেট দিয়ে শুরু হয়ে উপহারের মূল্যমান যে কোথায় পৌঁছতে পারে সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারনাই নেই। ভ্যালেস্টাইন ডে -তে স্বর্নালংকারের দোকানের বিজ্ঞাপন এবং সে অলংকারের মীল্য তালিকা দেখে আমি এই নিয়ে ভাবনা বন্ধ করে দিয়েছি। আজকাল প্রেমের বুনিয়াদ নিশ্চয়ই অতি মূল্যবান উপহার, নাহলে কার্ড থেকে প্লাটিনাম গহনায় এই উল্লম্ফন একেবারেই সম্ভন নয়। তবে আমার উদ্দেশ্য প্রেম-উপহারকে ঠেস দেওয়া নয়। বরং উপহারের পেছকে বাঙালীর যে হিসেবনিকেশ থাকে তাকেই বেআব্রু করতে চাই। প্রথম আপত্তির জায়গা, প্রীতি অনুষ্ঠানে

উপহার আশা বরন, এ কথা সবিনয়ে বার বার মনে করিয়ে দিলেও লোকে তাকে প্রেসটিজ ইস্যু করবে এবং আরো ক্রুদ্ধ হয়ে কিছু প্লাস্টিকের সামগ্রী, বিছানার চাদর অথবা একখানি তাতেঁর শাড়ি হাতে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করতে আসবেই। ভাবখানা এই, 'দ্যাখ ব্যাটা বারন করেছিলি না, তোর কথা শুনতে হবে এ কোন গুরুঠাকুরের দিব্যি আছে ভাই?'

আর যারা ঘড়ি,গয়না,ক্যাশটাকা নিয়ে প্রবেশ করবেন তাদের হিসেব আবার অন্য। তারা নিমন্ত্রন পেয়েই ভাবতে থাকেন, আমরা মেয়ের অথবা ছেলের বিয়েতে এ ব্যাটা কি দিয়েছিল! এ নিয়ে তুমুল বাদানুবাদ চলতে পারে কর্তা গিন্নীর মধ্যে। দশ বছর আগে যে উপহারের মূল্য ছিল পাঁচশ টাকা, আজ এত দিন পরে প্রতিউপহারের সুযোগ যখন এল, তখন ঐ পাঁচশ টাকার বাজারদর মুদ্রাস্ফীতির ফলে কত দাঁড়িয়েছে অত্যুৎসাহীরা ক্যালকুলেটর সহযোগে সে হিসাবও বার করে ফ্যালেন ও সেই স্ট্যান্ডার্ডের উপহার কেনায় ব্রতী হন, এমন উদাহরন একেবারেই বিরল নয়। যারা মনে রাখতে পারেন তারা অনায়াসে বলে দেন আলোচিত ব্যক্তিটি কবে কি উপহার দিয়েছিলেন এবং এখন প্রতিদানে কি উপহার দেওয়া উচিৎ।

একটা সময় ছিল যখন বিয়ে, বৌভাতে, জন্মদিনে গাদা বি জমে যেত সমস্ত উপহারের। তার প্রথম পাতায় আশীর্বাণী বা প্রীতি শুভেচ্ছার বার্তা খানি জ্বল জ্বল করতো। এখন বই দেখলে নববধূর নাক কুঁচকে যায়। দোষ তার নয়, বই পড়াই উঠে গেছ প্রায়, সবাই এখন অন্তর্জালে পড়াশুনো করে আর গাদা গাদা লিঙ্ক নিয়ে আলোচনা করে। সাহিত্য এখন ব্রাত্য, সবাই এম এন সির স্বপ্নে বিভোর। টেক কুলিত্বের জন্য বই বড় বাড়াবাড়ি। রাংতা মুড়িয়ে এক বোতল শিভাস রিগ্যাল পেলেও বড় আহ্লাদের ব্যাপার।

উপহারের কৌলান্য আবার খাতির যত্নের পরিমানও নির্ধারন করে। গয়নার ছটায় আমাদের চোখ যত চকচক করে, তত আর কিছুতেই নয়। 'বাবা,-- এই আহ্লাদে পলে জল হওয়াটা দোষের নয় মোটেই। কারন মিসেস খান্নার কন্যারত্নটির বিবাহে আমি ঠিক ঐ সমান মূল্যের একটি প্রতিউপহার দেব এ তো জানা কথাই। পূজোর রায়বাঘিনী ননদিনী যে শাড়িখানা দিল, তার সমমূল্যের শাড়ি ফেরত না দিলে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যেতে পারে।

এইভাবে যে সম্পর্কগুলো ভালবাসা, আদর,সমব্যথার কষ্টি পাথরে যাচাই হবার কথা ছিলো সেগুলোকে কাঞ্চন মূল্যের নিরিখে বিচার করা হচ্ছে। অথচ রবীন্দ্রনাথ স্নেহ উপহার কি দেবেন ভাবতে ভাবতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে ছিলেন যে 'পিছে পিছে তব চলিবে ঝরিয়া আমার আশিস ঝরনা'। বিখ্যাত গায়ক বব মার্লি তার প্রথম প্রেমের সময় প্রেমিকাকে উপহারের শুরুতেই দিয়েছিলেন একটি সুপক্ক আলফানসো আম। সুরভিত, রঙীন আর সুরসিক প্রেমের আভাস ছিল তাতে।

একটি ছোট ঘটনা দিয়ে শেষ হোক। আজকাল শ্রাদ্ধ বাড়িতেও ফুল, মালা ইত্যাদির সঙ্গেঁ টপাটপ পড়তে থাকে ঢাউস মিষ্টির বাক্স আর ফলের ঝুড়ি। আমার বাবার কাজের আয়োজন করেছিল আমার সহোদর, আমার আপত্তি সত্বেও।

সেই শ্রাদ্ধবাসরে মিষ্টির পরিমান যখন ছাদ ছুঁই ছুঁই, একটি সৌম্যদর্শন তরুন হাতে লম্বা ডাঁটির একটি ঘাস ফুল নিয়ে প্রবেশ করলো। শুনলাম সে ওখানে হাইস্কুলের শিক্ষক। বাবার সঙ্গেঁ তার একটা অসম বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিলো। যে বিস্তীর্ণ মাঠে বসে ওদের গল্প হতো রোজ বিকালে, সেখান থেকেই ছেলেটি ফুল তুলে এনেছে বাবার জন্য। সেই ই শেষ। আর কোন অনুষ্ঠানে সামাজিকভাবে উপহার দেওয়া নেওয়ায় আমি অংশগ্রহন করি না কখনো।

A Welfare Endeavour of Gandhi Seva Sangha

Doctors Name	Specialisation / Time Schedul
1. **Dr. Sudipta Chattopadhay**	Medicine & Diabetology
	Tues 5-7 pm, Fri 4-6 pm
2. **Dr. Subhadip Pal**	Medicine & Diabetology
	Tues 5-7 pm
3. **Dr. B. K. Gupta**	Medicine & Diabetology
	Thurs 7-8 pm
4. **Dr. S. B. Roy Choudhury**	Medicine & Diabetolog
	Tues 4-6 pm
5. **Dr. Swapan De**	Cardiology
	Mon 7-4 pm, Thurs 4-5 pm
6. **Dr. Kakoli Ghosh**	Cardiology
	Fri 6-8 pm, Sat 6-8 pm
7. **Dr. Subhabrata Ganguly**	Gastroenterology
	Tues 6-8 pm
8. **Dr. T. Karmakar**	Orthopaedic
	Tues 6-7 pm
9. **Dr. A. K. Sing**	Orthopaedic
	Thurs 4-6 pm
10. **Dr. D. Ganguly**	Gynaecology & Obstetrice
	Mon 12-2 pm, Fri 4-6 pm
11. **Dr. Trina Sengupta**	Gynaecology & Obstetrice
	Thurs 4-6 pm
12. **Dr. Aniruddha Maitra**	Paediatric
	Mon 6-8 pm, Fri 6-8 pm
13. **Dr. T. K. Das**	Paediatric
	Tues,Thurs & Sat 9-11 am
14. **Dr. A. C. Kundu**	Chest Medicine
	Mon 4-5 pm
15. **Dr. Joy Basu**	Family Medicine & Skin
	Mon 6-8 pm, Thurs 6-8 pm
16. **Dr. Subhas Kundu**	Family Medicine & Skin
	Tues 11-12 am
17. **Dr. Diptendu Sinha**	Surgery
	Mon 11-1 pm, Web 11-1 pm

স্মরণে

সেবক প্রতিবেদন: মাতা পুতুল রানী ঘোষাল (মৃত্যু: ৩০শে নভেম্বর, ১৯৯৬)-এর ২০তম মৃত্যুদিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন পুত্র শঙ্কর লাল ঘোষাল।

স্মরণে

সেবক প্রতিবেদন: গত ৩০শে ডিসেম্বর, ২০১৬ আমাদের অতি প্রিয় বন্ধু, রেখাদি (রেখা রায়চৌধুরি) প্রয়াত হয়েছেন। গান্ধী সেবা সঙ্ঘের পাঠাগারের সঙ্গে তাঁর একটি নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তাঁর স্বামী অমিয় রায়চৌধুরির মতো পাঠাগারের বই কেনা, পাঠচক্র, যে কোনো বিষয়ে আলোচনায় রেখাদি উৎসাহী ছিলেন। পাঠাগারের টিভিটি তাঁরই উপহার। প্রায় প্রতি বছর ১০ হাজার টাকা দিতেন পাঠাগারের বই কেনার জন্য। এছাড়াও ক্যানসার রোগীদের সেবার্থে প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা করে দান করতেন। আমাদের গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালের জন্য ২ লক্ষ টাকা দান করে গেছেন।

রেখাদি সরোজিনি নাইডু কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ছিলেন। অত্যন্ত বিনয়ী ও সুমিষ্টভাষী ছিলেন। সঙ্ঘের সব অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। আমরা সঙ্ঘের একজন একনিষ্ঠ বন্ধুকে হারালাম। এই অভাব অপূরণীয়। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

স্মরণে

সেবক প্রতিবেদন: গত ১লা ফেব্রুয়ারি আমাদের সঙ্ঘের আজীবন সদস্য ও নীরব সমাজসেবী শ্রী এস সি নিয়োগী মহাশয় প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালের জন্য তিনি এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

সংঘ সংবাদ

গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালের বহির্বিভাগ খোলা থাকে প্রতি দিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। এখানে নিয়মিত ডিজিটাল এক্সরে, ইকো-কার্ডিওগ্রাম, কালার ডপলার এসব পরিষেবার ব্যবস্থা আছে। প্যাথোলজি বিভাগটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সুগার, লিপিড প্রোফাইল, থাইরয়েড এরকম বিভিন্ন প্রকারের রক্ত পরিক্ষা এখানে নিয়মিত করা হচ্ছে। নাম নথি ভুক্ত করে আসলে ভালো হয়। হাসপাতালের ফোন নম্বর - ২৫৩৪৫৫৭৯/৯৯০৩৩২১৭৭৭

এখানকার E-mail no: gsshospitalkolkata@gmail.com

বিশিষ্ট অভিজ্ঞ ডাক্তাররা এখানে আসছেন। আপনাদের কাছে বিশেষ আবেদন, আপনারা এখানে আসুন এবং হাসপাতালের পরিষেবা গ্রহণ করুন। জনসাধারণের সুবিধার্থেই স্বল্প মূল্যে স্বনামধন্য ডাক্তাররা এই পরিষেবা দিচ্ছেন। আমাদের প্রয়াস যত বেশি মানুষকে এই সুযোগ দেওয়া।

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের পক্ষে সুব্রত পাল কর্তৃক ২০৭/১, এস কে দেব রোড, কলকাতা-৪৮ থেকে প্রকাশিত ও মাল্টিমেড ক্রিয়েট, সি এ ৫/১৩, দেশবন্ধুনগর, কলি-৫৯ হইতে মুদ্রিত
২য় বর্ষ ● ১২তম সংখ্যা। সম্পাদক: জবা গুহঠাকুরতা sebakpatrika@gmail.com